ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

'তৈরি পোশাক খাতে করোনা ভাইরাস উদ্ভুত সংকট: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়'
শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প খাত, যা দেশের মোট রপ্তানির ৮৪.২% (২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট রপ্তানি ৩৪,১৩৩.২৭ মিলিয়ন ডলার)। কিন্তু ডিসেম্বর ২০১৯ হতে বিভিন্ন দেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ফলে বৈশ্বিক 'সাপ্লাই চেইন' (উৎপাদন ও বিপণন সম্মিলিত ব্যবস্থা) ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যার মধ্যে তৈরি পোশাক খাত অন্যতম। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের প্রায় ৫০% কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে চীনের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে জানুয়ারি ২০২০ হতে এ খাত বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এছাড়া ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার ফলে লকডাউন ঘোষণা করায় ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল পর্যন্ত ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ চলমান ক্রয়াদেশ স্থগিত বা বাতিল করে। এপ্রিল মাসে পোশাক রপ্তানি ৭৭.৬৭% কমে যায়, যা জুন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। করোনা সংকটের প্রাথমিক পর্যায়ে ৪১৮টি তৈরি পোশাক কারখানা সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট কারখানাসমূহের শ্রমিকরা কাজ হারায়। তৈরি পোশাক খাতের ওপর রপ্তানি বাণিজ্যের অধিক নির্ভরশীলতা (প্রায় ৮৪%) এবং মহামারির শুরুতে বৈশ্বিক বাণিজ্যের নজিরবিহীন সংকোচনের কারণে বাংলাদেশ সবচেয়ে ঝুঁকিতে অবস্থানকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়। জানুয়ারি - জুন ২০২০ পর্যন্ত করোনা মহামারির কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে অচলাবস্থা বিরাজ করায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক (-২৪.৬৮%) হয়।

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এবং গবেষণা প্রতিবেদনে চুক্তিভঙ্গ করে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যাদেশ বাতিল, চলমান করোনা উদ্ভুত সংকটকালে শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতা প্রদান না করা, বিদ্যমান আইন ভঙ্গ করে মালিক কর্তৃক কারখানা লে-অফ ঘোষণা ও শ্রমিক ছাঁটাই এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত না করা সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া যায়। করোনা সংকটের কারণে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি আরও ঘনিভূত হয়েছে। টিআইবি রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর থেকে তৈরি পোশাক খাতে নিয়মিতভাবে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে সুশাসনের বিভিন্ন ঘাটতি চিহ্নিত করা এবং গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের সাথে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রাথমিক দুর্যোগ কাটিয়ে উঠে তৈরি পোশাক খাত ঘুরে দাঁড়ানোর অবস্থায় বাংলাদেশে করোনা সংকটের দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে করোনা সংকটের সময়ে এই খাতে কী ধরনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে এবং কিভাবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা হচ্ছে তা নিরূপণ করা এই খাতে ভবিষ্যতের সংকট মোকাবিলার জন্য জরুরী। এ প্রেক্ষিতে টিআইবির নিয়মিত গবেষণার অংশ হিসেবে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে, যা তৈরি পোশাক খাতে করোনা ভাইরাস উদ্ভুত সংকট মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণে সহায়ক হবে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তৈরি পোশাক খাতে করোনা ভাইরাস উদ্ভুত সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

- বিভিন্ন অংশীজন (সরকার, মালিকপক্ষ ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক করোনা সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা; এবং
- করোনা উদ্ভুত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে অংশীজনদের করণীয় চিহ্নিত করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। এছাড়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে এই গবেষণায় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন যেমন- শ্রম মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই), শ্রম অধিদপ্তর ও বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ কর্মকর্তা, কলকারখানা মালিক ও কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন/ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের নিকট হতে মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ভিত্তিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিদ্যমান আইন, নীতি, দাপ্তরিক নথি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: বর্তমান গবেষণাটিতে মে- নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণায় সুশাসনের কোন কোন নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে?

উত্তর: বিভিন্ন গবেষণায় বহুল ব্যবহৃত সুশাসনের ৬টি নির্দেশকের আলোকে এই গবেষণার বিশ্লেষণ কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। সুশাসনের এই ৬টি নির্দেশক হলো আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ, সাড়া প্রদান, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, স্বচ্ছতা, শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা এবং জবাবদিহিতা। আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ শীর্ষক সুশাসনের নির্দেশকের আওতায় উপ-নির্দেশক হিসেবে প্রাসঙ্গিক আইনসমূহ পর্যালোচনা এবং প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। সাড়া প্রদান নির্দেশকের মধ্যে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন, সংক্রমণরোধে গৃহীত পদক্ষেপ, প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা এবং আর্থিক সহায়তার বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের মধ্যে করোনা উদ্ভুত সংকট মোকাবেলায় সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনের অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুশাসনের অন্যতম নির্দেশক স্বচ্ছতার অধীনে তথ্যের উন্মুক্ততা, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা নির্দেশকের আওতায় শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতা, চাকুরি নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা ও শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া সুশাসনের অন্যতম নির্দেশক জবাবদিহিতার আওতায় কারখানা পরিদর্শন, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, মালিকপক্ষ ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ব্যবস্থাসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও বাস্তবতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা এবং সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিভিন স্তর ও পর্যায়সহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে তথ্য যাচাই (ট্রায়াঙ্গুলেশন) করা হয়েছে। এছাড়া তথ্যসমূহের আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি এবং সংশ্লিষ্ট/প্রাসঙ্গিক তথ্যের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, গবেষণা দলকে প্রদত্ত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট নথিসমূহ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ হলো–

- তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি বিভিন্ন সময়ে উঠে আসলেও তা নিরসণে সরকার ও মালিকপক্ষের সদিচ্ছা ও কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি - করোনার সময়ে এই প্রবণতা আরও প্রকট হয়েছে;
- চার দশক ধরে বিকশিত তৈরি পোশাক খাত এখনো প্রণোদনার ওপর নির্ভরশীল; মালিকপক্ষ সরকারের ওপর প্রভাব ও চাপ প্রয়োগ করে নিজেদের সুবিধা আদায় করে - করোনার মতো সংকট মোকাবিলায় এ খাতের নিজস্ব সক্ষমতা এখনো তৈরি হয় নি;
- মালিকপক্ষ ব্যবসার সম্ভাব্য ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকারের কাছে বিভিন্ন প্রণোদনা আদায় করলেও শ্রমিকদের অধিকার, সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় কোনো প্রকার পরিকল্পনা ও কার্যকর কৌশল প্রণয়ন করে নি;
- করোনা সংকটকালে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শ্রমিক সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয় নি এবং দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছে বরং কারখানা মালিকদের চাপ প্রদান ও নৈতিক ব্যবসা না করার প্রবণতা রয়েছে;
- করোনা সংকটের প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমিকদের স্বার্থ বিবেচনায় না নিয়ে শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থে আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে কারখানা লে-অফ ঘোষণার প্রবণতা দেখা যায়; এবং
- সর্বোপরি করোনা সংকটের কারণে দেশের তৈরি পোশাক খাত ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়; তবে সংকট হতে উত্তরণের জন্য এ খাতে সরকার কর্তৃক বিপুল প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান করলেও তার ক্ষুদ্র অংশ শ্রমিকরা পেয়েছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তৈরি পোশাক খাতে করোনা ভাইরাস উদ্ভুত সংকট মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণে টিআইবি ৯ দফা সুপারিশ প্রস্তাব করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. করোনা মহামারি বিবেচনায় নিয়ে সকল শ্রেণীর শ্রমিকের চাকরির নিরাপত্তার বিধান সংযুক্ত করে 'শ্রম আইন, ২০০৬' এর ধারা ১৬ এবং ধারা ২০ সংশোধন করা;
২. বিজিএমইএ কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইন মোতাবেক শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য-বিধি প্রতিপালন ব্যত্যয় হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি)' সুবিধা বাতিল এবং জরিমানার ব্যবস্থা করা;
৩. বিজিএমইএ'র অঙ্গীকার করা করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার বাকি তিনটি ল্যাব দ্রুততার সাথে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে স্থাপন করা;
৪. ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নৈতিক ব্যবসা পরিচালনায় অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। পোশাকের ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ ও কার্যাদেশসমূহের বিদ্যমান শর্তের সাথে দুর্যোগকালে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণের বিষয় সংযুক্ত করা;
৫. করোনার দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ মোকাবেলায় সরকার ও মালিক সংগঠনসমূহ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিটিকে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে এসব কমিটি শ্রমিকদের অধিকার ও কারখানায় তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে;
৬. লে-অফকৃত কারখানায় একবছরের কম কর্মরত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৭. শ্রমিক অধিকার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শন নিশ্চিত করা;
৮. ইইউ ও জার্মানির সহায়তা তহবিল ব্যবহারের জন্য করোনা মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সঠিক তালিকা অবিলম্বে প্রণয়ন করা; এবং
৯. করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া, শ্রমিক ছাঁটাই, কার্যাদেশ বাতিল ও পুনর্বহাল, প্রণোদনার অর্থের ব্যবহার ও বণ্টন, ইত্যাদি সব তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে; এসব তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৯: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও ফলাফল গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসহ অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

সমাপ্ত